পাথর ইলিশ

জয়নাল আবেদীন

ফর্সা মানুষের প্রতি যেমন অনেকের পক্ষ পাতিত্ব থাকে তেমনি আমার পক্ষ পাতিত্ব আছে সাদা বা রুপালী মাছের প্রতি। ছোট বেলার সেই প্রীতি এই বয়সে এসেও খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আমার প্রিয় মাছের তালিকার প্রায় প্রতিটি মাছের রং কোন এক অজ্ঞাত কারণে যেন রুপালী। হাতে গোণা যে কয়েকটা মাছ আমার প্রিয়, তার মাঝে পুঁটি আছে, চাঁন্দা, নলা ও পাঙ্গাস আছে। ভাল রাধুনির হাতের রুই-এর স্বাদ ও চমৎকার; বোয়াল ভাল না লাগলেও চালিয়ে দেয়া যায়। তবে আমার কাছে মাছের রাজা ইলিশ। বাংলাদেশের বাজারে সেই যখন ইলিশের আধিক্যে, মানুষ ইলিশ দেখলেই নাক সিটকায়, তখনও প্রায় প্রতিদিনের ইলিশেও আমার অরুচি ছিল না। ইলিশ নিয়ে উন্নাসিকের বাচালতায় তাঁদের উন্নত নাসিকাগ্রের নিকুচি করার ইচ্ছা দমন করতে রীতিমত কষ্ট হয় আমার। বেশীর ভাগ মাছের স্বাদই যেখানে ভাতের কাছাকাছি, সেখানে ইলিশই মনে হয় ব্যাতিক্রম। ভাজা ইলিশের মৌ-মৌ গন্ধেই তো ঘোর লাগে।

কাল রঙের ঐযে মাছগুলো; কৈ, শিং, মাগুর, শোল, বাণ যাদের গুণ-কীর্তনে আশ-পাশ প্রকম্পিত; তার ভয়ে আমি সব সময় অস্থির। একদিনের ঘটনা এখনও মনে আছে। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার বন্ধুর এক ভাই তৎকালীন ডি-আই-টি-র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। সরকারী বাসা মালিবাগ। তাঁর বাসায় দুপুরের দাওয়াতে ভাবী কি যত্ন করেই না আমার পাতে বড় একটা কৈ মাছ তুলে দিয়েছেন। ডাইনিং টেবিলে মিয়া ভাই নিজেও বসা। এদেশের ছেলেমেয়েদের মতো খুব সহজেই 'আমি এইটা খাই না' বলা তখনও শিখিনি। আক্ষরিক অর্থেই আমার সেই গলদঘর্ম অবস্থা এখনও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। রুপালী রঙের কোন মাছ নিয়ে আমার এমন কোন অভিজ্ঞতা নেই।

ইলিশের পেটে পাওয়া ২০০ গ্রাম পাথর

১৯৯০-এ অষ্ট্রেলিয়ায় আসার পর, খাবারের তালিকায় সব চেয়ে বেশী যে জিনিষটার অভাব বোধ করেছি সেটা হলো ইলিশ। কালে-ভদ্রে ডুমুরের ফুলের মতো কখনও কখনও পাওয়া যেত। বাংলাদেশী দোকানের আধিক্য তখনও তেমন একটা হয়ে উঠেনি। ইলিশ তখনও দূর্লভ, দুস্প্রাপ্য। রাত আটটার সময় বাংলাদেশী দোকানে ইলিশ এসেছে এই খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক সিডনীর সুদুর পশ্চিম পাড়া থেকে এ্যাশফিল্ডের মৌরি স্পাইসেসে গিয়ে ইলিশ কিনে আনার সেই যে আনন্দ, তা নতুন অভিবাসীদের বোঝান কষ্ট হবে। এখন সেই দূর্দিন আর নেই। এখন ইলিশ পাওয়া যায়। সবখানে না হলেও অনেক খানেই। খুব একটা দূরে নয়, মোটামুটি আশে-পাশেই। এখন প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় ইলিশের যে অনুপস্থিতি তার কারণ সামুদ্রিক মাছ বা স্বাস্থ্য প্রীতি নয় মোটেই, প্রীতিটা মূলতঃ অর্থনৈতিক ।

আমার প্রিয় সেই ইলিশের সাম্প্রতিক দূর্গতিতে মন কিছুটা ভারাক্রান্ত। স্ত্রী গেল হপ্তায় বাংলাদেশী দোকান থেকে একটা ইলিশ মাছ কিনে এনেছিল। দোকানদার অনেক উৎসাহে তাকে অন্য ইলিশ থেকে বেছে একটা পদ্মার ইলিশই দিয়েছিল। ইলিশ হলেই যেখানে আমার চলে সেখানে গৃহিনীর পদ্মার ইলিশের প্রতি একটু অতিরিক্ত আসক্তি আছে। বিভ্রাট দেখা দিয়েছে সেখানেই। বাড়ীতে এসে তড়িঘড়ি মাছ কাটতে গিয়ে দেখে, সর্বনাশ, মাছের পেটে এগুলো কি? লোহার মতো শক্ত কতগুলো জিনিষ। উল্টে-পাল্টে দেখে অনেকগুলো পাথর খন্ড। আর যায় কোথায়, যে মাছের পেটে এমন সব জিনিষ, সেই মাছ কি খাওয়া যায়? কষ্ট করে কাটা সেই মাছ, আর প্লাষ্টিকের ব্যাগে ২০০ গ্রাম (অনুমান নয়, নিক্তিতে মাপা) ওজনের শীসার খন্ড নিয়ে ছুটে গেছে সে আবার সেই দোকানে। ভাই, আপনার মাছের পেটে এই সব কি? । দোকানদার দুঃখিত। হয়তো দোকানের সুনাম নিয়ে চিন্তিতও কিছুটা?

মাছের পেটে শীসা; বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকায় মনে হয় এমন কথা পড়েছি কিন্তু নিজের চোখে দেখার দূর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য হয়নি কোন দিন । বাংলাদেশ ছেড়ে এতদূর এসে মনে হয়েছিল ঐসব উপদ্রব থেকে হয়তো বেঁচে গেছি। কতটুকু বেঁচে গেছি তার স্বাক্ষর আজ সন্মুখে উপস্থিত। পুরো ব্যাপারটা দুঃখজনক। বেশী করে দুঃখজনক যেহেতু ঘটনাটা ঘটেছে ইলিশকে নিয়ে। আরও অনেক মাছইতো আসছে বাবা, বাংলাদেশ থেকে। সেই সব মাছের পেটওতো ছোট না। ইলিশের প্রতি তোমাদের এত আক্রোশ কেন? ইলিশের পেটে পাথর থাকার কষ্টটাও না হয় মেনে নেয়া যায়, কিন্তু সার্বিক পরিণতিতে ইলিশ না খেতে পাওয়ার যে কষ্ট, সেটা মানি কি করে?

পরিশেষে পুরো ঘটনার ‘সিরিয়াস’ যে দিক সেটা হলো দোকানের সুনাম। যেটা ব্যবসার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। সেই সাথে অষ্ট্রেলিয়ার মতো দেশে এই ধরনের ঘটনার আইনি সমস্যা থাকার ও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে । তাই এ ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। সেটা যেমন ব্যবসার জন্য ভাল তেমনি কমিউনিটি সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বর্ধনেও সহায়ক বলে আমার বিশ্বাস।

আগষ্ট ৩, ২০০৭ / সিডনী

Send your comment to : jabedin@aapt.net.au